দৈনিক
জনকণ্ঠ

বরিশাল সদর গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে চুল কেটে বের করে দেয়ার হুমকি, কয়েক ঘণ্টা জিম্মি

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ॥ 'মহিলা না হলে মাথার চুল কেটে মুখে চুন দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দিতাম'–এই বলে সদর গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেসকে হুমকি দিয়েছে বিএনপির নেতারা। হুইপ মজিবর রহমান সরোয়ারের দেয়া তালিকা অনুযায়ী ছাত্রী ভর্তি না করায় ক্ষুব্ধ বিএনপি নেতারা এ হুমকি দেয়। সোমবার সকালে হুইপের পিএ মনির, নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান খসরু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুর রহিম ও বিতর্কিত যুবদল নেতা বাবুল চৌধুরী এ ঘটনা ঘটায়। তারা কয়েক ঘণ্টা ঐ স্কুলের হেড মিস্ট্রেসকে জিম্মি করে রাখে এবং বেশ কয়েকজন শিক্ষককেও নাজেহাল করে। সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে তাদের হুইপের তালিকার ছাত্রীদের ভর্তি করে না নিলে তার ফলাফলের জন্য তাকে দায়ী থাকতে হবে বলে

হুইপ সরোয়ারের তালিকামতো ছাত্রী ভর্তি না করার জের

হুমকি দিয়ে তারা স্কুল ছাড়ে। পরবর্তীতে শিক্ষকরা ঘটনার বিচারের দাবিতে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয়

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

বরিশাল সদর গার্লস

(১২-এর পাতার পর)

কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে। এ নিয়ে নগরীতে চলছে তোলপাড়। বিএনপির পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে সংবাদটি প্রকাশ না করার জন্য। এ তথ্য প্রত্যক্ষদর্শী স্কুলশিক্ষকদের।

সূত্র জানিয়েছে, গত ৯ জানুয়ারি হুইপ মজিবর রহমান সরোয়ারের ১২ জন ছাত্রীর একটি তালিকা তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী মনির হেড মিস্ট্রেসের কাছে পৌছে দেয়। এসব ছাত্রী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। কিন্তু হুইপের তালিকা অনুযায়ী হেড মিস্ট্রেস ভর্তি করাতে ব্যর্থ হয়। সোমবার সকাল ৯টার দিকে হুইপ মজিবর রহমান সরোয়ারের ব্যক্তিগত সহকারী মনির স্কুলে আসে। এর পরপরই আসাদুজ্জামান খসরু, শেখ আব্দুর রহিম, বাবুল চৌধুরীও সেখানে যায়। মনির হুইপের দেয়া তালিকাটি ফেরত চায়। সেই সঙ্গে কেন তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করা হয়নি তার কৈফিয়ত দাবি করে। ইতোমধ্যে অন্যরাও হেড মিস্ট্রেসকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক জাফরউল্লাহ তাদের সংযত করতে গিয়ে নাজেহাল হন। পরবর্তীতে সহকারী শিক্ষক শাহজাহান হেড মিস্ট্রেস আইনুন্নাহারকে রক্ষা করতে গিয়ে কিছু বলতে গেলে তাঁকেও বিএনপি নেতারা নাজেহাল করে রুম থেকে বের করে দেয়। পরে শঙ্কর নামে আরও এক শিক্ষককে তারা নাজেহাল করে। বিএনপি নেতারা প্রায় দু'ঘণ্টা তাঁকে জিম্মি করে তাদের তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করার চেষ্টা করে। হেড মিস্ট্রেস শিক্ষা অধিদফতরের নির্ধারিত কোটার বাইরে কোন কিছু করা সম্ভব নয় বলে তাদের জানান। এ সময় বিএনপি নেতারা আওয়ামী লীগ আমলে পারলে এখন কেন পারবেন না বলে ধমক দেয়। পরে তারা ব্যর্থ হয়ে তালিকা ফেরত নিয়ে নেয়। সেই সাথে তারা আইনুন্নাহারকে দায়িত্ব সহকারী প্রধান শিক্ষকের হাতে দিয়ে এক মাসের ছুটি নিতে নির্দেশ দেয়। তার পর তারা দেখাবে কিভাবে ছাত্রী ভর্তি করাতে হয়। এক পর্যায়ে তারা হেড মিস্ট্রেসকে 'মহিলা না হলে মাথার চুল কেটে মুখে চুন দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দিতাম' বলে শাসায়। যাবার আগে বিএনপির ঐ নেতারা সোমবার সূর্যাস্তের মধ্যে কোটা বাড়িয়ে তাদের ছাত্রীদের ভর্তির নির্দেশ দেয়া না হলে পরিস্থিতির জন্য তারা দায়ী থাকবে না বলে জানায়। এ ঘটনার পরপরই স্কুলের শিক্ষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের উপপরিচালকের কাছে বিষয়টি জানাবার জন্য রওনা হতে শুরু করলে বিএনপির কয়েক নেতা এসে পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শিক্ষকরা ডিডি অফিস থেকে জেলা প্রশাসক শেখ আবুল কালামের কাছে যান। তিনি তাঁদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেন। সেই সঙ্গে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। পরে শিক্ষকরা বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল কুদ্দুসের সাথে তাঁর অফিসে দেখা করেন। তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, হেড মিস্ট্রেস আইনুন্নাহার কয়েকদিন আগে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক ছাত্রী ভর্তি না হলে সেখানে হুইপ মজিবর রহমান সরোয়ারের ভাই মোশারফ হোসেনের মেয়েকে ভর্তি করে নেন। এ ছাড়াও স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে। এদিকে এ সংবাদ যেন পত্রিকায় প্রকাশিত না হয় সে জন্য বিএনপি নেতারা সাংবাদিকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এ ঘটনা বরিশালে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।